অথ মুখাগ্নিকথা

জহর সেনমজুমদার

আপনি অনেকদিন হল মারা গিয়েছেন। আপনার বরিশালের হাঁসগুলো
শ্মশান চেনে না বলে মুখাগ্নির সময় আসতে পারেনি। আপনার
ময়মনসিংহের পায়রাগুলো অনেকটা পথ হেঁটে আসবার পর
অস্পষ্ট অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল। শুধু আমরা
কয়েকজন, সৎকারের প্রাক মুহূর্তে, স্পষ্ট দেখেছিলাম
চাঁদের গর্তের ভেতর লাল লাল ইঁদুরেরা মায়েদের হাতরুটি নিয়ে
ঝগড়া করছে। বাংলার অর্ধস্ফুট বিপ্লব
উড়ন্ত ময়ুরের রূপ ধরে আজও আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। আপনি একবার বলুন
শিশু মুঠোর ভেতর কেন্নো জোঁক পোকা
এরা ছাড়া কোনেও দিন দেশ হয় না, স্ফুটমান স্বদেশ হয় না।

মানস ভ্রমণ

আপনি অনেকদিন হল মারা গিয়েছেন। কিন্তু যখনই আমি
অনুগত জীবলীলা করতে মশারির মধ্যে ঢুকি, অমনি
আপনিও মশারির ভেতর আগে থেকেই ঢুকে পড়েছেন।
আপনাকে তাড়াব কী করে?
আমাদের স্বপ্নগুলো প্রতিদিন সাঁওতাল পরগণার উনুনে পুড়তে পুড়তে
ক্রমশ লাল লাল হাতরুটি হয়ে উঠেছে। আপনি তো জানেন
আমরা যুগ যুগ ধরে গাঁটের পয়সায় টিকিট কেটে স্বদেশ দেখেছি
সিনেমাহলের ভেতর। আপনি তো এও স্পষ্টভাবেই জানেন:
ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে, মা দুর্গার একরাশ খড়ে, আমার
ব্যর্থ বোন সারারাত কেবল বীজ ভেঙে কোমলগান্ধায় খুঁজছে
ধারালো কাস্তের ওপর শুয়ে উদ্ধাস্তু লখিন্দর একা একা
আকাশ দেখতে দেখতে ক্রমশ চলে গেল অতল জলের ভেতর
আপনি অনেকদিন হল মারা গিয়েছেন
কিছু কিছু জানেন আর কিছু কিছু বারবার জানবার চেষ্টা করছেন
কিন্তু এসবে আপনার কী দরকার বলুন তো? কেন বারবার
ঢুকে আসছেন আমাদের কথার ভেতর বীজের ভেতর?
অনুগত জীবলীলার পাঠ্যপুস্তকে জল গড়ানোর শব্দ হয় খুব
আপনি কি আবার এই জলে এসে ঠোঁট লাগাবেন?
সাঁওতাল পরগণার জল, আপনাকে পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছে
সাঁওতাল পরগণার জল, চিরকাল আপনাকে মানস ভ্রমণ দেবে—

অস্তমিত কবির মুখ

রুদ্রশঙ্কর

ক্রমশ সময় কেড়ে নিল চেনা জমি
আকাশ কপালে কথাভোলা মেঘ ভাসে
অথচ সেদিন বেলা শেষে বোষ্টমী
গান গেয়ে গেছে কবির সুফল মাসে

যতটা পাগল ততটাই নোনা স্মৃতি
মাঠে একা পড়ে অকুলীন উলু ঘাস
সময়ের কাছে ফোটেনি সময়প্রীতি
নীরবের পায়ে ঘুমিয়েছে নিঃশ্বাস

প্রতিবেশী আসে সকাতর নদীতীরে
মন হাতে নিয়ে উড়ে যায় রতিসুখ
আগুন বেড়েছে পোড়া অক্ষর ঘিরে
কবিতার কথা বলে না কবির মুখ

ক্রমশ সময় কেড়ে নিল চেনা জমি
ঘুমিয়ে পড়েছেমলিনপেয়ালাখানা
মন্থনে ছিল আদিম ধুলোর ঘর
মাটি হয়ে বোবা - মাটিতে মিশেছে কবি।